দৈনিক বাংলা

036

তারিখ 14 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

বোর্ডের নতুন বই পাওয়া যাচ্ছে না ঃ ছাত্রদের দুর্ভোগ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর বেশ কিছু নতুন ছাপা বই আগামী সপ্তাহে বাজারে আসতে পারে। এখন বাজারে যেসব বই বিক্রি হচ্ছে তা গত বছরের পুনর্মুদ্রিত বই।

নতুন বই জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বাজারে আসার কথা। টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এ ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ।

বই প্রকাশে এই বিলম্বের জন্যে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রদের দুর্ভোগ

(প্রথম পৃঃ পর)

টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ধীরে চল নীতিকে দায়ী করেছেন।

অন্য দিকে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বই প্রকাশে দেরীর জন্যে বই বাঁধাইকারকদের সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট ও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে যথাসময়ে কাগজ না পাওয়ার সমস্যাই প্রধান কারণ বলে দাবী করেছেন।

বই যথাসময়ে হাতে না পাওয়ায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। অথচ মহানগরীর অনেক স্কুলেই ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।

৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর প্রায় ৪৯টি বইয়ের সবকটি কবে নাগাদ বাজারে বেরুবে তা এখনো অনিশ্চিত।

...ত্র ব্যাপারে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান যে, ৭০ ভাগ বই ১৮ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে এবং বাকী ৩০ শতাংশ বই ২৪ তারিখের মধ্যে বাজারে পাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে তারা বলেছেন যে, আজ ধর্মঘটী বাঁধাই শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হবার কথা রয়েছে। বৈঠক ফলপ্রসূ হলেই অবশ্য উপরোক্ত তারিখের মধ্যে বই বাজারজাত করা সম্ভব। কারণ এখনো প্রায় ৩০টি বই বাঁধাইকারকদের কাছে পড়ে রয়েছে।

টেক্সট বুক বোর্ড প্রকাশনা বিলম্ব সম্পর্কে জানিয়েছে যে গত বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর সমিতির কাছে বোর্ডের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর সব বইয়ের সংশোধিত ও চালু পান্ডুলিপি হস্তান্তর করা হয়।

এরপর জরুরী ভিত্তিতে বইয়ের মুদ্রণ শুরু করার জন্যে বোর্ড তাগাদা দিলেও সমিতি প্রায় ১ মাস পর গত ১৩ই অক্টোবর মুদ্রণ কাজ শুরুর জন্যে লটারি অনুষ্ঠান করে। এর আগে তারা মুদ্রণের কাজে হাত দেয়নি।

বোর্ড আরো জানিয়েছে, নবেম্বরের মধ্যে যেখানে অধিকাংশ বইয়ের মুদ্রণ কাজ শেষ হবার কথা সেখানে সমিতি ৪ঠা নবেম্বর থেকে প্রুফ জমা দেয়া শুরু করে। এর ফলে পাঠ্যবই মুদ্রণে বিলম্ব ঘটেছে বলে বোর্ড উল্লেখ করেছে।

পাঠ্যবই মুদ্রণের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাঁধাই শ্রমিকদের ধর্মঘটকেও বোর্ড কোন কিছুর 'আলামত' হিসেবে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি সূত্র থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে গত বছরের পুরনো স্টক বিক্রির জন্যেই নতুন বই বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। তারা বলেন, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর অধিকাংশ পাঠ্যবই এবার সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। অথচ বাজারে পুরনো স্টকের বই প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এতেও তারা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বোর্ডও বলেছে যে পুরনো স্টকের এসব বই কিভাবে বিক্রি হচ্ছে তা তাদের বোধগম্য নয়।

ছাত্রদের স্বার্থেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পুরনো স্টকের বই বাজারে বিক্রি বন্ধের প্রয়োজন রয়েছে বলেও একটি মহল দাবী করেছেন।